কোটচাঁদপুরে কু-প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ২সন্তানের জননীকে পিটিয়ে জখম

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সুন্দরী বেগম নামে ২সন্তানের জননীকে পিটিয়ে হাত ভেঙ্গে দিয়েছে এক বখাটে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের গালিবপুর দাসপাড়া গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মোমিন আলীর স্ত্রী। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রশাসনের উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যায় বিচারের দাবী ভুক্তভোগী পরিবারের।

ভুক্তভোগী সুন্দরী বেগম জানান, পাশের বাড়ির স্বপন নামে এক বখাটে আমাকে বিভিন্ন সময়ে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় হঠাত করে ঈদুল ফেতরের ৫দিন আগে আমার বাড়িতে এসে আমাকে বেধড়ক মারপিট করে চলে যায়। এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি ও আমার দুই শিশুর উচ্চ স্বরে কান্না শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আমার জ্ঞান ফেরায় এবং তারা আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। ওই সময় আমার স্বামী বাড়িতে ছিল না।

সে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিল। পরে বুঝতে পারি আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। এরপর কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ দিতে যায় কিন্তু ওসি সাহেব আমার অভিযোগ নেয়নি। উপায় না পেয়ে এসপি অফিসে যায়। কিন্তু ওসি স্যার আমাকে এসপি অফিস থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করে এবং ওসি স্যার আমাকে বলে এসপি স্যারের কাছে কিছু বলার দরকার নেই তুমি ফিরে আসো তোমার মামলা নেওয়া হবে।

ওই সময় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান ফোন করে আমাকে বলে কোন অভিযোগ বা মামলা করার দরকার নেই আমি তোমার ন্যায় বিচার করে দেব। চেয়ারম্যান ও ওসি স্যারের কথা অনুযায়ী ওই সময় আমি এসপি স্যারের সাথে দেখা না করে বাড়িতে চলে আসি। পরে বখাটে ও তার পরিবার গ্রামে প্রচার করেছে সুন্দরীর কাছে আমার ছেলে টাকা পাবে। পাওনা টাকা দীর্ঘদিন ধরে দিচ্ছে না বলে তাকে মারধোর করেছে। অপরদিকে আসামী প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও একদিনও তাকে পুলিশ ধরতে আসেনি । পরে জানতে পেরেছি ওসি স্যার আমার মামলা দিয়েছে এবং আদালতে ওই মামলার চার্জসীটও দাখিল করে দিয়েছে।

এব্যাপারে চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান জানান,আমি বিচার করে দেওয়ার জন্য উভয় পক্ষ কে ডেকেছিলাম। সবার সম্মতিতে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় ভুক্তভোগী নারী তার চিকিৎসার ব্যায় নিতে বলেন, কিন্তু ছেলে পক্ষ সে বিচার মানেনি। যেখানে ছেলে পক্ষ আমার বিচার মানলো না সেখানে আমার কিছু করার নেই। বিষয়টি নিয়ে ওসি মঈনুল ইসলাম জানান,আমি মামলা নিয়েছি এবং আদালতে চার্জসীট দাখিল করে দিয়েছি। এখন বিচার করবে আদালত। এখানে আমার আর কিছু করনিও নেই।

মেহেরপুরে বজ্রপাতে কৃষক নিহত,আহত দুই জন

আজ (২৯ জুন) মঙ্গলবার বেলা বারোটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের মাঠে ধানের বীজতলায় কাজ করার সময় বজ্রপাতে জিয়ারুল ইসলাম (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সাথে থাকা আরও দুই কৃষক মফিজুল ইসলাম ও হাবিবুর রহমান মারাত্বক আহত হয়েছেন । মাঠে কর্মরত স্থানীয়র কৃষকরা তাদেরকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিয়ারুল ইসলামের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নিহত জিয়ারুল ইসলাম মেহেরপুর সদর থানাধীন উজুলপুর গ্রামের জাফর আলীর ছেলে।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, কৃষক জিয়ারুল ইসলাম ও তার দুই সহযোগী মফিজুল ও হাবিবু রহমান বৃষ্টির মধ্যে মাঠে ধানের চারা তুলছিলেন। এমন সময় তাদের পাশে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটলে কৃষক জিয়ারুল ইসলাম ঘটনা স্থলেই মৃত্যু বরণ করেন। আহত হয় সাথে থাকা দুজন। এসময় স্থানীয়রা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিয়ারুল ইসলামকে মৃত ঘোষনা করেন।এবং আহতদেরকে চিকিৎসা প্রদান করেন। নিহত কৃষক জিয়ারুলের মৃত্যের ঘটনায় পরিবারে নেমে আসে শোকের মাতম। জিয়ারুলের পরিবারে তিনিই একমাত্র কর্মক্ষম ব্যাক্তি বলে জানায় প্রতিবেশি রেজাউল হক।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) শাহ দারা জানান,উজুলপুর গ্রামে বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু সহ দুজন আহত হয়েছে। মৃত জিয়ারুল ইসলামের মরদেহ দাফনের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে রোগীর স্বজনদের ভীড়

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে ভর্তি থাকা করোনা রোগীদের সংস্পর্শে থাকা স্বজনদের অবাধে চলাফেরা লক্ষ্য করা গেছে। গতকাল সোমবার সকালে সরেজমিনে দেখা যায় হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে করোনা রোগীর স্বজনদের ভীড়। অনেকেই রোগীদের স্পর্শ করছেন, পাশে বসে আছেন আবার অনেকে একত্রিত হয়ে দাড়িয়ে আছেন। তাদের মধ্◌েয নেই কোন শারীরিক দুরুত্ব। হাসপাতালে থাকা রোগীদের সংস্পর্শে আসছেন তাঁদের সকলেই। বিভিন্ন অজুহাতে তাঁরা যখন-তখন রোগীর কাছে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করছেন না। পাশে বসে রোগীর সাথে কথা বলছেন।

আবার যখন-তখন চিকিৎসক ও নার্সদের কক্ষে ঢুকে পড়ছেন। এতে করে ওই ব্যক্তিদের মাধ্যমে হাসপাতালের অন্য রোগী, তাঁদের স্বজনেরা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শরীরে করোনা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়াও হাসপাতালের বহিঃবিভাগে করোনার নমুনা পরীক্ষা করতে আসা মানুষগুলো আর সাধারণ রোগীদের কাছে ও যেখানে সেখানে বসে থাকছেন। এদিকে মেহেরপুরে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করে আরও ৮১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৫ জন, গাংনীতে ৩৯ জন এবং মুজিবনগরে ১৭ জন। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৮৫ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯১ জন, গাংনীতে ১৯৬ জন এবং মুজিবনগরে ৯৮ জন। এ

পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪৬ জন।

এবিষয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান জানান, আমরা রোগী ও তাদের স্বজনদের বলি কিন্তু কে শোনে কার কথা। একজন মুমূর্ষ রোগী বা তার স্বজনদের সাথে তো বাকবিতন্ডা করা যায় না। ওখানে আমাদের নার্স আছে, ওয়ার্ডবয় আছে, তারা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে কিন্তু পেরে ওঠেনা। করোনার শুরু থেকেই আমরা এখানে একজন পুলিশ অথবা আনসার সদস্য চেয়েছিলাম কিন্তু আজও পাইনি। এব্যাপারে আমরা সবসময়ই সক্রিয় আছি। আসলে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন না হলে তো হয় না। আমরা মাস্কই পরাতে পারলাম না সাধারণ মানুষকে।

হাসপাতালেই কয়জনের মুখে মাস্ক থাকে বলেন, অথচ সকলেই জানে এখানে করোনা আক্রান্ত রোগী আছে, রোগী আসছে, কেউ ভালো হচ্ছে আবার কেউ কেউ মারাও যাচ্ছে। আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে হেরে যাচ্ছি। মানুষ জানে হাসপাতালে করোনা রোগী আছে, অনেকে করোনা রোগীদের কষ্ট দেখছে। এরপরেও মানুষ যদি সচেতন না হয়, তাহলে কিভাবে সচেতন করা যাবে। আমরা মানুষের আচার-আচরণ দেখে খুবই হতাশ।

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়াত আলীর মৃত্যু

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়াত আলী।(ইন্না……রজিউন) মঙ্গলবার ভোর রাতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
হায়াত আলী পিরোজপুর গ্রামের মৃত মোহর আলীর ছেলে।তিনি দির্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে ভূগছিলেন।
হঠাৎ তার জ্বর ও শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরে করোনা টেষ্ট করা হলে পজেটিভ আসে।
করোনা পজেটিভ হলে ৪ দিন ধরে তাকে করোনা চিকিৎসা করা হয়।
তবে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোররাতে তার মৃত্যু হয়। এদিকে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অন্য সকলের মত সরকারী ভাবেই গার্ড অব অনার প্রদান করা হবে বলে জানান মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম।
আজ দুপুর বারোটার সময় বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ গার্ড অব অনার প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুক্তিযোদ্ধ্ কমিটি।

মুজিবনগরে থামছেই না অবৈধ মাটি বিক্রি

প্রশাসনকে বার বার অবহিত করার পরও কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় কোনভাবেই থামানো যাচ্ছে না অবৈধভাবে মাটি বিক্রেতা দৌরাত্ম। ক্ষমতার জোরে চালিয়ে যাচ্ছে অবৈধ পুকুর খননের কাজ।
‘মুজিবনগরে কৃষি জমিতে অবাধে চলছে পুকুর খননের মহোৎসব’ শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় গত মাসে সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং বার বার প্রশাসনকে অবহিত করা হলেও কোন ভাবেই বন্ধ হচ্ছে না, খননকৃত পুকুরের বালু এবং মাটি বিক্রি। তবে নিউজ করার পর কয়েকদিন বন্ধ থাকলেও আবারো নতুন করে গোপনে শুরু হয়েছে উত্তোলনকৃত মাটি এবং বালু বিক্রি।

গত রবিবার আবারো তারানগর মাঠের দিকে গেলে চোখে পরে একই পুকুর থেকে বালু নিয়ে যাওয়ার ট্রাক্টর।

সেখানে যেয়ে দেখা যায় আরশাদ কসাই কিছুদিন বন্ধের পর আবারো বালু বিক্রির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারি নিয়ম-নীতিকে তোয়াক্কা না করে এক শ্রেণির মুনাফা লোভী প্রভাবশালীদের ইন্ধনে চলছে অবৈধ পুকুর খননের মহোৎসব। পুকুর খননের কাজ ইতিমধ্যে প্রায় শেষের দিকে। পুকুর খননকরা কালীন সময়ে উত্তোলন করা মাটি এবং বালু বর্তমানে গোপনে কন্ট্রাকটারের মাধ্যমে বিক্রি করছে বিভিন্ন ইট ভাটাই। নিয়মনীতি না মেনে মাটি

কাটায় পাশের কৃষি জমিগুলো হুমকির মুখে রয়েছে।
সরজমিনে ঘুরে দেখা যায়, ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা লঙ্ঘন করে মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামে মাদারতলার পিছনে একটি জায়গায় ফসলি জমি নষ্ট তারানগর গ্রামের মৃত,রসুল কসােইর ছেলে আরশাদ কসাই বিভিন্ন ক্ষমতার জোর দেখিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে তার পুকুর খননের কাজ।ইতি মধ্যে পুরোটা খনন হয়ে গেলে, পুকুরে বালি তুলে রেখে বাধায় করে রেখেছে আরশাদ কসাই।আর উত্তোলনকৃত বালি গোপনে বিক্রি করছে বিভিন্ন ইটভাটাই।পুকুর খনন করার সময় মাটির সাথে উত্তোলন হচ্ছে বালু। যেগুলো গাড়ি প্রতি ১৫ শত থেকে ২ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এতে করে অধিক মুনাফা অর্জন হচ্ছে।
স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করে এলাকার প্রভাবশালীরা এসব পুকুর খনন করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে এলাকায় ফসলি জমি কমে যাওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের ওপরও দীর্ঘমেয়াদি বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয় নিয়ে গ্রামবাসি সহ খননকৃত পুকুরের পাশের জমির মালিকদের মধ্যে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।এভাবে পুকুর খনন চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে উপজেলায় ফসলি জমি থাকবে না বলে মতপ্রকাশ করছেন এলাকার সুধিসমাজ।

গণমাধ্যম কর্মীরা পুকুর খননের সংবাদ সংগ্রহ করতে মাঠে গেলে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকে বলেন, ছবি তুলে, নিউজ করে লাভ নেই। এর আগেও অনেক সাংবাদিক এসেছে।কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

কৃষি জমি নষ্ট করে পুকুর খনন করছে তারানগর গ্রামের মৃত রসুল কসােইর ছেলে আরশাদ কসাই।যার পুকুর খনন করতে করতে করতে চলে গিয়েছে সরকারী রাস্তার ভিতর।এতে করে রাস্তাটা অনেক ঝুকির মধ্যে পরে যাচ্ছে।
আরশাদের জমির পাশেই রয়েছে তারানগর গ্রামের জহন্নর নামের একজনের বাশবাগান, তিনি সাংবাদিক দেখে বলেন, আপনাদের তো শুধু ছবি আর ভিডিও করায় কাজ। ১০-২০ টাকা দিলেই আপনারা চুপ হয়ে যান।এর আগে অনেক অফিসার, সাংবাদিক এসেছে। কিন্তু পরে তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আপনাদেরও আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। ঠিকিই বড় বড় মানুষের ক্ষমতা দেখি পুকুর খনন করে চলেছে। কারও কাছে বলে আমাদের লাভ নেই।

পুকুর খনন বন্ধ করার বিষয়ে তিনি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চাই তিনি বলেন, একবার মৌখিক ভাবে

তৌশিলদারকে বলেছিলাম কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তখনই বুঝলাম আমাদের চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

সেখানে কাজ করা একজন শ্রমিকের সাথে কথা বললে তিনি বলেন,আমরা তো পেটের জন্য কাজ করতে এসেছি। আমরা আজ প্রথম এসেছি। এসে ৩ থেকে ৪ গাড়ি উত্তোলন করা হয়েছে।

এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের অভিযোগ, কোনো অনুমতি ছাড়া প্রভাবশালীরা জোরপূর্বক ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের জমি পুকুরের জন্য দখল নিয়ে নিচ্ছে অনেকে।

পুকুর খনন বন্ধের বিষয়ে কেউ বাগোয়ান ইউনিয়ন তৌশিলদারের কাছে মৌখিক অভিযোগ দিয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,পুকুর খনন বন্ধের বিষয়ে লিখিত কিংবা মৌখিকভাবে আমার কাছে কেউ অভিযোগ দেয়নি।তবে আমি গতকাল পুকুর খননের বিষয়টি জানতে পারার পর আমার অফিসের পিয়নকে ঘটনাস্থলে পাঠাইছিলাম। তবে বৃষ্টির কারনে আপাতত কাজ বন্ধ রয়েছে। আমি পুরো বিষয়টি ইউএনও স্যারের নলেজে দিয়েছি। এবং ইউএনও স্যারের নির্দেশে তাকে কাজ বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়েছে।

পুকুর খননের বিষয়ে আরশাদ কসাই বলেন, আমি সরকারী রাস্তায় পুকুর খনন করনি । যেটুকু কেটেছি আমার নিজের জমিতে। আমি ৫ বিঘা জমির উপর পুকুর খনন করার প্লান করেছিলাম। এ প্রযন্ত ৩ বিঘা জমির উপর খনন করা হয়েছে বাকি আছে ২ বিঘা। তাছাড়া মানুষের অনেক শত্রু থাকে, কেউ হয়তো আমার উপর শত্রুতা করে আপনাদের কাছে সরকারী রাস্তার বিষয়ে ভূল তথ্য দিয়েছে।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার এক মাস আগে বলেছিলেন, পুকুর খননের বিষয়গুলো একেবারে অবৈধ। পুকুরখনন বন্ধে বারবার মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। আরশাদের বিষয়টি আমি শুনেছি। শোনার পর তৌশিলদারকে পাঠিয়ে কাজ বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়েছে।
তবে ওই পর্যন্তই উপজেলা প্রশাসন থেকে মাটি কাটা বিষয়ে কোন ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। বিষয়টি বার বার অবহিত করলে বলেন আমি ব্যবস্থা নেব। কিন্তু ব্যবস্থা আর নেওয়া হয় না।

দামুড়হুদায় গাঁজা গাছসহ একজন আটক! ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১ বছরের কারাদণ্ড

দামুড়হুদা উপজেলা থেকে গাঁজা গাছসহ সাধু মালিথা নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কলোনিপাড়ায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছসহ তাকে আটক করে।

আটককৃত সাধু মালিথা (২৮) ওই এলাকার নিজাম মালিথার ছেলে। আটককৃতকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের সাধু মালিথা তার পটল ক্ষেতে গাঁজা গাছের আবাদ করেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরিয়তউল্লা, পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে অভিযান চালায়। এসময় ওই পটল ক্ষেত থেকে ৩ টি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সাধু মালিথাকে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২শ’ টাকা জরিমানা করেন। সাজাপ্রাপ্তকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ২৪ ঘণ্টায় নতুন

শনাক্ত ১৮০! মৃত্যু ৯

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে ৫৪৫টি নমুনা পরীক্ষায় ১৮০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। সোমবার জেলা সিভিল সার্জন ডা. আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

সিভিল সার্জন জানান, ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া সবাই কুষ্টিয়া জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

করোনা ডেডিকেটেড কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার তাপস কুমার সরকার জানান, গতকাল পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের ২৫০ শয্যার করোনা ইউনিটে ভর্তি আছেন ১৬৪ জন।

তিনি আরও জানান, জেলায় হোম আইসোলেশনে আছেন ১৬৫১। গত পরশু ছিলেন ১৫৫৬ জন। আগের দিন ছিলেন ১৪১২ জন। এ পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন সাত হাজার ৩৫৭ জন এবং মারা গেছেন ১৯৬ জন।

এদিকে কুষ্টিয়া জেলায় চলমান লকডাউন এখনো বহাল রাখা আছে। গত মধ্যরাত থেকে ১৪ দিনের লকডাউন শেষে সোমবার ভোর থেকে আবার লকডাউন বাড়ানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় এডিপি প্রকল্পর কাজ পরিদর্শন করলেন ইউএনও দিলারা রহমান

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নে এডিপির বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

সোমবার বেলা ১২ টার দিকে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নে এডিপির বিভিন্ন প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন কালে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল

সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গিকার নিয়ে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে একটি আধুনিক গ্রাম হিসাবে গড়ে তুলতে কাজের বরাদ্দ দিয়েই চলেছেন।

এডিপি উন্নয়ন প্রকল্পও তারই একটি অংশ। উক্ত এডিপির প্রকল্প উন্নয়ন পরিদর্শক কালে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এসএএম জাকারিয়া আলম, সিও জসিম উদ্দিন প্রমুখ।

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভার এর উদ্যোগে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভার কর্তৃক আয়োজিত চুয়াডাঙ্গা জেলা পর্যায়ে মুজিববর্ষ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বেলা সাড়ে এগারো টার সময় অনলাইন মাধ্যম জুম অ্যাপ এর মাধ্যমে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভার এর সম্পাদক মোঃ জাহিদুল হাসান এর উপস্থাপনায় ও পরিচালনায় উক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার রোভারের কমিশনার মোঃ আবু হাসান বাচ্চু।

উক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারকমণ্ডলী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মোঃ মাসুদুর রহমান মোঃ আব্দুল মুকিদ জোয়াদ্দার মোঃ ওবায়দুল ইসলাম তুহিন উক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ প্রথম স্থান অধিকার করে এবং শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন মোঃ আল মুতাকাব্বির।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর পক্ষ থেকে বিতর্ক

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন মো:আল মুতাকাব্বির (দলনেতা) মোঃ মনির হোসেন জীবন ও মোঃ আল-আমিন হোসেন। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জীবননগর ডিগ্রী কলেজ ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে তেতুল শেখ কলেজ।

গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে কন্যা শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাঁড়াডোব-পোড়াপাড়ায় একটি পুকুর থেকে শান্তা খাতুন (১০) নামের এক কন্যা শিশুর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শিশু কন্যা শান্তা পোড়াপাড়ার শামীম হোসেনের মেয়ে।

সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে ইটভাটা সংলগ্ন একটি পুকুরের পানি থেকে শান্তার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

জানা গেছে, শান্তা দুপুরের দিকে খেলা করতে বাড়ির বাইরে যায়। বিকেল গড়িয়ে গেলেও সে বাড়ি ফিরে আসেনি। এসময় অনেক খোঁজাখুজির এক পর্যায়ে বাড়ির নিকট ইটভাটা সংলগ্ন পুকুরের পানিতে শান্তার মরদেহ ভাসতে দেখে কয়েকজন প্রতিবেশী।

সে বেঁচে আছে ভেবে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়।

এসময় কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শান্তা গোসল করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত পানিতে ডুবে মারা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্ত শেষে মৃত্যুর কারণ বলা সম্ভব হবে।